বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.msw.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশক

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন: ৭১৬০৪৫২, ফ্যাক্স: ৭১৬৫৫৩৮
www.msw.gov.bd

কম্পোজ

মরিয়ম বেগম, এ কে ব্রোহী মিয়া, নিলুফা আক্তার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশনা কমিটি

মোঃ হোসেন মোল্লা, যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
সুশেণ চন্দ্র রায়, যুগ্মসচিব	সদস্য
মোঃ ওমর ফারুক, উপসচিব (প্রতিষ্ঠান)	সদস্য
কাজী মোঃ আনোয়ারুল হাকিম, উপসচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
নুরুল কবির সিদ্দিকী, উপসচিব (কার্যক্রম)	সদস্য
মির্জা তারিক হিকমত, উপসচিব (কর্মসূচি-২ অধিশাখা)	সদস্য
নাহিদ সুলতানা মল্লিক, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)	সদস্য সচিব

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
সমাজসেবা অফিসার (সংযুক্ত)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা

প্রকাশকাল

শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ আমার জন্য এক আনন্দ সংবাদ। এ প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে যে সেবা প্রদান করে আসছে তার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশে মন্ত্রণালয় আগামীতেও যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

সমাজের দরিদ্র, অধিকার বঞ্চিত ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন আশা করা যায় না। এদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় এনে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহগামী করার কাজটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। উল্লেখ্যযোগ্য কর্মসূচিসমূহের মধ্যে রয়েছে বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, এতিমদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট কার্যক্রম ইত্যাদি। এসব কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এছাড়াও বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ (ছাব্বিশ) টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে। বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত সরকারি সাহায্যের আওতায় বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে এ মন্ত্রণালয় অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। ইব্রাহিম ডায়াবেটিক হাসপাতালের ভবন নির্মাণ, হার্ট ফাউণ্ডেশনের উন্নয়ন, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে অর্থায়ন, আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালের উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ সকল প্রকল্পের অধীনে ঢাকার বাইরেও বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ডায়াবেটিক সেন্টারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, বর্তমান অর্থবছরেও তা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ২১৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০ শয্যার শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এণ্ড নার্সিং কলেজ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু, ভিক্ষুক, হিজড়া সম্প্রদায়, মুচি, বেদে ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্যও ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে 'সাপোর্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায় ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান বছর থেকে অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

দেশের যে কোন নাগরিক যেন এ মন্ত্রণালয় ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও তার অধীন অধিদফতর এবং অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(এনামুল হক মোস্তফা শহীদ এম পি)
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের জনসাধারণের কল্যাণমুখী সেবা নিশ্চিত করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে তার নিবার্চনী মেনিফেস্টোতেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বৃদ্ধি করা, জনগণের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করে। সেই লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কার্যক্রমসহ নানা সময়োপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমাজের নানা স্তরের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সরাসরি কাজ করা বর্তমান সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গিকার।

বর্তমান সরকারের ক্ষমতার তিন বছরে অর্জিত সাফল্য এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই প্রতিবেদন বাস্তব রূপদানের সঙ্গে সম্পৃক্তদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ
এবং
সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা

প্রসঙ্গকথা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারের সেবা পৌঁছানোর মানদণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট্র নির্বাচনের পর এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি সংস্থা সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট সমাজের অবহেলিত, হতদরিদ্র, পশ্চাৎপদ প্রতিবন্ধী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, পিতৃমাতৃহীন শিশু ও দুঃস্থদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহযোগে ও সংঘবদ্ধতায় কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী'র তেরোটি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সময়ান্তরে গ্রহণ করে আসছে। যেমন, বৃহন্নলা (হিজড়া) জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, ভিক্ষুক জরিপ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্যারালিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ ও প্রায় চল্লিশটি স্বর্ণপদক অর্জন, ঢাকায় অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, কুড়িটি মোবাইল ফিজিক্যাল থেরাপি ইউনিটের মাধ্যমে ক্ষৈত্রিক পর্যায়ে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সফল হয়েছে।

সমাজকল্যাণ খাতের ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এ প্রতিবেদনে রয়েছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাসমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, জনবল, বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাসমূহ, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, দপ্তরসমূহের যোগাযোগের ঠিকানা (ই-মেইলসহ) ইত্যাদির বিবরণও এ প্রতিবেদনে যুক্ত আছে। আর্তমানবতার সেবায় ও জাতীয় উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কি উদ্যোগ গ্রহণ করছে, সে বিষয়ে জনগণ সম্যক ধারণা এ প্রতিবেদন থেকে পাবেন বলে আমি প্রতীতি ব্যক্ত করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে-'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার' সম্পর্কে। সার্বজনীন মানবাধিকার রক্ষাসনদের ২২ ও ২৩ অনুচ্ছেদেও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সম্পর্কে বিবৃত আছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে ১৪.৮% এবং মোট জিডিপি'র ২.৫% বরাদ্দ সামাজিক নিরাপত্তাখাতে ব্যয়িত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তাখাতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। বাংলাদেশের অবস্থানও সন্দেহাতীতভাবে এ বলয়ভুক্ত।

এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতিকর্মে আমার সকল সহকর্মী যারা তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন, তারা সবাই ধন্যবাদার্হ। প্রতিবেদনটি মূলতঃ যুগ্মসচিব জনাব হোসেন মোল্লা, উপসচিব জনাব কাজী মোঃ আনোয়ারুল হাকিম, সিনিয়র সহকারী সচিব নাহিদ সুলতানা মল্লিক, সমাজসেবা অফিসার (সংযুক্ত) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব এ কে ব্রোহী মিয়ার শ্রমনিবিড়তায় বাস্তব রূপ দেখছে। তাদের অভিনন্দন। সর্বোপরি মাননীয় মন্ত্রী, জনাব এনামূল হক মোস্তফা শহীদ, এমপি তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ দিকনির্দেশনা প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করেন এবং যথাপ্রয়োজন নির্দেশনা প্রদান করেন। 'অটিজম' বিষয়টি তাঁর মমত্ব ও হৃদিনৈকট্য লাভ করেছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কল্যাণমুখী কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে আরো উদ্বুদ্ধ করেছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঋণ স্বীকার করি।

অধিদফতর ও সহযোগী সংস্থাসমূহ নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বৃহত্তর পরিবার এ কার্যক্রমকে কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করবে–এ বিশ্বাস আমাদের আনুক্ষণিক।

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

বাণী,মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	i
বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ii
প্রসঙ্গকথা, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	iii
সারসংক্ষেপ	ix
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	
পটভূমি	০১
সংশ্লিষ্ট সংবিধানের উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ	০২
সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণা	০৫
অনুসৃত উল্লেখযোগ্য জাতীয় নীতি	০৭
অনুসৃত উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশ	০৭
অনুসৃত উল্লেখযোগ্য বিধিমালা	০৭
অনুসৃত জাতীয় পরিকল্পনা	০৮
অর্পিত দায়িত্বাবলী	০৯
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৪
অনুবিভাগ প্রধান ও তার কার্যাবলী	১৭
নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা	২১
দ্বিতীয় অধ্যায়: উল্লেখযোগ্য অর্জন	
প্রশাসনিক অর্জন	২৫
আর্থিক প্রতিবেদন	২৫
উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম	৩০
চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৪
নতুন কার্যক্রম/কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি	৪৪
তৃতীয় অধ্যায়: সমাজসেবা অধিদফতর	
ভূমিকা	৪৭
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪৭
সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম	৪৮
কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা	৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি অটোমেশন কার্যক্রম	৫২
সমাজসেবা অধিদফতরের বাজেট	৫৩
জনবল কাঠামো	৫৬
উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ	৫৭

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন	
পরিচিতি	৮৭
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৮৭
ফাউণ্ডেশন এর সেবামূলক কার্যক্রম	৮৮
কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা	৯৪
আইসিটি অটোমেশন কার্যক্রম	৯৪
জনবল ও বাজেট	৯৫
উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ	৯৬
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৯৯
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	
পরিচিতি	১০৩
লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	১০৪
কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা	১০৪
উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১০৫
ষষ্ঠ অধ্যায়: আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট্র	
পরিচিতি	১১১
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১১
সাংগঠনিক কাঠামো	১১১
প্রশাসনিক কাঠামো ও অরগানোগ্রাম	১১২
আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) 'এর কার্যক্রম	১১৬
বাজেট	১১৬
আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	১১৭
আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ও বিদ্যালয়ের তথ্য	১১৮
ভবিষ্যত পরিকল্পনা	১২১
পরিশিষ্ট	
যোগাযোগ	১২৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২৫
সমাজসেবা অধিদফতর, সদর দফতর	১২৭
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৩৩
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১৩৩
শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	১৩৪
সিটিজেন চার্টার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩৫

সারণীসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনবল	১৬
বাজেট ২০০৮-০৯ ও প্রকৃত ব্যয় ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮	২৫
বাজেট ২০০৯-১০ ও প্রকৃত ব্যয় ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯	২৬
বাজেট ২০১০-১১ ও প্রকৃত ব্যয় ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০	২৭
বাজেট ২০১১-১২ ও প্রকৃত ব্যয় ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১	২৮
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্প তালিকা	৪২
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি	৪৪
সমাজসেবা অধিদফতরের তিন বছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেট	৫৩
সমাজসেবা অধিদফতরের তিন বছরের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট	৫৩
সমাজসেবা অধিদফতরের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট	৫৪
সমাজসেবা অধিদফতরের ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট	৫৪
সমাজসেবা অধিদফতরের ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট	৫৫
সমাজসেবা অধিদফতরের ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট	৫৫
এক নজরে সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল কাঠামো	৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৫৭
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬০
পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬১
শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬২
এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনবার্সন কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন	৬৩
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধনের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬৪
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬৫
প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬৬
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-০৯ থেকে ২০১০-১১	৬৬
শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৬৮
প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৭৫
সংশোধনী কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৮০
উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০০৮-১১	৮২
২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে পরিষদ হতে বিতরণকৃত অনুদানের বিবরণ	১০৫
২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিষদ হতে বিতরণকৃত অনুদানের বিবরণ	১০৬
পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	১০৭
আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আয়	১১৬
আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ব্যয়	১১৭

লেখচিত্রসূচি

তিন বছরের মোট বাজেট, সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়	২৯
তিন বছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট, সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব	২৯
বয়স্কভাতা কার্যক্রমের বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা	৩৬
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাভাতা কার্যক্রমের বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা	৩৬
অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রমের বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা	৩৭
প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের বাজেট ও উপকারভোগীর সংখ্যা	৩৭
সমাজসেবা অধিদফতরের তিন বছরের বাজেট	৫৩
পরিষদ হতে বিতরণকৃত অনুদানের লেখচিত্র	১০৬

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করে দারিদ্র্যবিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক উন্নয়ন সাধনসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৫ সালে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু'র মাধ্যমে শুরু হওয়া এ মন্ত্রণালয় বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা- ২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় অর্ধশতাধিক বহুমূখি উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাসহ দেশে সমাজকল্যাণ বিষয়ক আইন-বিধি প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা শতকরা ৩১.৫ ভাগ অর্থ্যাৎ ৪.৪৮ কোটি। এর মধ্যে অতিদরিদ্র জনসংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৭.৬০ ভাগ অর্থ্যাৎ ২.৫০ কোটি। সে হিসেবে বলা যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যভুক্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২.৫০ কোটি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ১.৯৮ কোটি। এ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ও কল্যাণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এ চারটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিগত ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য এবং কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাবলী যেমন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, বিভাগীয় মামলা দায়ের ও মামলার নিস্পত্তি, রাজস্ব খাতে পদ সৃজন, উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে জনবল স্থানান্তর, চাকরি নিয়মিতকরণ/স্থায়ীকরণসহ সকল নিয়মিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলেছে। নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধান দপ্তর সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ণের কাজ বর্তমানে চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ১০ তলা ভবন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন কে অধিদফতরে রূপান্তর করার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৯৯৪.৪০, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৩০২.৮১ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯২২.৩৪ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু আইন, ২০১১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫০০ টাকা হতে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business যুগোপযোগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, বিধাবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য

শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০, ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দের নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহে ডিজিটাল ফাইল নম্বর প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে । সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বয়স্কভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যন্ত উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের কাজ চলছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এ টু আই প্রজেক্ট এর আওতায় বর্ণিত কর্মসূচিসমূহসহ সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত অন্যান্য সকল কর্মসূচির তথ্য ডিজিটাইজকরণ এবং ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে সফ্‌টওয়ার প্রণয়নের কাজ চলছে । সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে ভাতার অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে ভাতা বিতরণে যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বয়স্কভাতার জনপ্রতি মাসিক হার ২২০ টাকা'র স্থলে ২৫০ টাকা এবং বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ জনে, ২০১০-১১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষে উন্নীত করে ৮৯১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয় । ২০১০-১১ অর্থবছরে ভাতা বিতরণের হার ৯৯.৯৭% । ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী জনপ্রতি মাসিক হার ২২০ টাকা'র স্থলে ২৫০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ জনে উন্নীত করে ৬০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয় । ২০০৯-১০ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা সুবিধাভোগী ২ লক্ষ ৬০ হাজারে এবং মাসিক বরাদ্দ ৩০০ টাকায় উন্নীত করে ৯৩.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । ২০০৯-১০ অর্থবছরে ভাতা বিতরণের হার ৯৯.৫৬% । ২০১০-১১ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২.৮৬ লক্ষে উন্নীত করে বাজেটে ১০২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । ২০১০-১১ অর্থবছরে ভাতা বিতরণের হার ৯৮.৭৭% । প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৩০৪১ জন শিশুকে ৬.০০ কোটি টাকা, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৭১৫০ জনকে ৮.০০ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৮৬২০ জনে এবং বাজেট ৮.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয় । এ কার্যক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জনপ্রতি মাসিক যথাক্রমে ৩০০, ৪৫০, ৬০০ ও ১০০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে । ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩০২০ টি বেসরকারি এতিমখানার ৪৬.৯৫ হাজার এতিম শিশুকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ৩৭.৮০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে । ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩০৭৪ টি বেসরকারি এতিমখানার ৪৮.৩৯ হাজার এতিম শিশুকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ৪০.৩২ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে । ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩১৯১ টি বেসরকারি এতিমখানার ৫০.৫০ হাজার এতিম শিশুকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ৪২.০০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে ।

সকল জেলা সদর হাসপাতালসহ দেশের মোট ৮৭টি হাসপাতালে চলমান হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের অনুরূপ উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম চালুকরণ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়াও শতকরা ৩০ ভাগ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণ,

আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ, ইমপ্রুভড মেডিক্যাল সার্ভিসেস এণ্ড রিহ্যাবিলাইটেশন ফর দি ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এণ্ড নন-ডায়াবেটিক প্যাসেন্ট, লালমনিরহাট ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রক্রিয়ায় হাসপাতাল নির্মাণ করছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে সরকার ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ১০.০০ (দশ কোটি) এবং পর্যায়ক্রমে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত আরও ১৫.০০ (পনের কোটি) টাকা সিডমানি হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করে। সীডমানির মুনাফা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনুদান বাবদ ৪.৫১ কোটি টাকা, সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ২.০৩ কোটি টাকা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিচালনা ব্যয়সহ সর্বমোট ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করার পর বর্তমান স্থিতির পরিমান ৩৯.৯২ কোটি টাকা, যা বিভিন্ন ব্যাংকে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস, অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ ও অনুদান প্রদান, কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান, প্রতিবন্ধী ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫৮ হাজার। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি বছর কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করছে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীগণকে জনকল্যাণমূখী কার্যক্রম ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্যতর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদ নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবেদনকালীন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রম মাহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূলের লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, অতিদরিদ্রদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাপোর্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ প্রকল্প, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান জানার জন্য প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রমোশন অব সার্ভিসেস এণ্ড অপরচুনিটি টু দ্যা ডিজএবল্ড ইন বাংলাদেশ প্রকল্প, পথশিশুদের উন্নয়নে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সার্ভিসেস ফর দি চিলড্রেন এট রিস্ক ও প্রটেকশন ফর দি চিলড্রেন এট রিস্ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী 'অটিজম' বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।